আল-ফিরদাউস সাপ্তাহিকী

সংখ্যাঃ ৪৩ । ডিসেম্বর ২য় সপ্তাহ , ২০২০ ঈসায়ী

mPx

Bmi‡qwj AvMvm‡bi wei“‡× Ae¯’vb †bIqvq 4 wekwe`¨vjq wk¶v_x© †MdZvi, bZbK‡i 4wU Bûw` emwZ ¯’vcb cKí Ab‡gv`b 1

B‡q‡g‡b †mŠw` †Rv‡Ui AvMvm‡b 6 eQ‡i wbnZ cvq AvovB j¶, wnDg¨vb‡Uwiqvb A¨v‡dqv‡mi cwZ‡e`b 2

KvivMv‡i AgvbweK wbhvZ‡b `yó I keYkw³ nvivi‡jb kvBL mvjgvb Avj Av I `vn 3

dv‡Ý 76 gmwR` m‡›`n Zwj Kvf ³, †h‡Kv‡bv mgq eÜ K‡i †`Iqv n‡Z cv‡i e‡j †NvlYv ¯^ivóªgšx †Rivì `vigvwb‡bi 4

fvi‡Z jvf wRnv` Av‡b †MdZvi 11 gmwjg, KYvU‡K Mi“ hevB e‡Ü AvBb cvk 5

DBNi gmwjg‡`i †RvicevK ïK‡ii gvsm Lv I qv‡bv n‡Zv e‡j Awf‡hvM bvix e›`x, 613 Awj g‡K †MdZvi K‡i wbhvZb 6

cwK¯—v‡b wUwUwci nvg jv †Rvi `vi, B‡¯—knw` nvgjvq †mbv Kv‡d jvi me ˆmb¨ wbnZ 7

†mvgwjqvq Avj-Kv‡q`vi AakZ nvgjv, gšxmn wbnZ 22 giZv` 8

gwj‡Z AvBG‡mi †Mvcb Av¯—vbvq mvP Acv‡ikb, wbnZ 32 AvBGm ˆmb¨ 9

AvdMwb¯—vb R‡o Zv‡jevb gRwnw`‡bi kZwaK Awf hvb, Kddvi-giZv` †RvU ewnbxi Pvi kZwaK ˆmb¨ wbnZ 10

ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ায় ৪ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী গ্রেফতার, নতুনকরে ৪টি ইহুদি বসতি স্থাপন প্রকল্প অনুমোদন।

নৈশ অভিযান চালিয়ে পশ্চিম তীরের ৪ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করেছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। পহেলা ডিসেম্বর চালানো হয় এই গ্রেফতার অভিযান। এদের মধ্যে ৩ জনকে নিজ বাড়ি হতে এবং বাকি একজনকে রাস্তায় বসানো চেকপোস্ট হতে গ্রেফতার করা হয়।

ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অবস্থান এই গ্রেফতার অভিযানের কারণ- বলছেন ভুক্তভোগীরা।

গেলো কয়েকমাসে গ্রেফতার-হয়রানি আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। বর্তমানে ইসরায়েলি কারাগারে নারী-শিশুসহ প্রায় ৬ হাজার ফিলিস্তিনি, বন্দী রয়েছেন।

ফিলিস্তিনি প্রিজনার সোসাইটির বরাতে জানা যায়, শুধুমাত্র চলতি বছর আগস্ট পর্যন্ত গ্রেফতার হয়েছেন কমপক্ষে ৩ হাজার মুসলিম।

এদিকে নতুনকরে ৫শ আফ্রিকান ইহুদিকে ফিলিস্তিনে পুনর্বাসন করতে যাচ্ছে দখলদার ইসরায়েল।

ইসরাইলি সূত্রের খবর, তেলআবিবের প্রচেষ্টায় ইথিওপিয়ান এসব ইহুদিকে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এরইমধ্যে এদেরকে বিশেষ ফ্লাইটে উড়িয়ে আনা হয়েছে রাজধানী তেলআবিবে।

এছাড়াও পশ্চিম তীরে আরো ৪টি ইহুদি বসতি স্থাপনের প্রকল্প হাতে নিয়েছে দখলদার ইসরায়েল। রোববার দেশটির পরিবহনমন্ত্রী মিরি রেজেভ নতুন এই চার প্রকল্পের অনুমোদন দেয় বলে নিশ্চিত করেছে সংবাদ সংস্থা এপি।

প্রকল্পের আওতায় ইহুদি বসতি স্থাপনসহ মহাসড়ক, পাতালপথ ও ওভারপাস নির্মাণ করা হবে। স্থাপন করা হবে প্রায় ৯ হাজার ইউনিট বসতি ।

প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে কয়েক বছরের মধ্যে এসব ইহুদি বাসিন্দা জেরুসালেম ও তেল

আবিবে অবাধে যাতায়াত করার সুযোগ পাবে। অন্যদিকে নিজেদের ভূখণ্ডেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে ফিলিস্তিনিরা।

আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী পশ্চিম তীর এবং পূর্ব জেরুসালেম উভয় অংশই অধিকৃত অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত। এসব অঞ্চলে বসতি স্থাপন বাড়িয়ে এনেক্সেশনের আওয়াতায় আনা সুস্পষ্টভাবে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। জাতিসংঘ ও অন্যান্য আঞ্চলিক সংস্থার বিধিনিষেধ তোয়াক্কা না করে বসতি স্থাপন অব্যাহত রেখেছে দখলদার ইসরায়েল। তে উঠে বর্বর ইহুদি সৈন্যরা।

এদিকে সম্প্রতি গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে হাসতে হাসতে স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনিদের গুলি করে হত্যা করতে দেখা গেছে দখলদার ইসরাইলি সেনাদের। অসহায় ফিলিস্তিনিদের হত্যার পরে উল্লাসে মেতে উঠে বর্বর ইহুদি সৈন্যরা।

তুরস্কের আনাদোলু সংবাদ সংস্থার ক্যামেরাপারসন হিশাম আবু শাকরা এই দৃশ্য ধারণ করেন। হিশাম বলেন, অসহায় ফিলিস্তিনিদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলছে ইসরায়েলিরা।

ইয়েমেন

ইয়েমেনে সৌদি জোটের আগ্রাসনে ৬ বছরে নিহত প্রায় আড়াই লক্ষ, হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাফেয়ার্সের প্রতিবেদন

ইয়ামানে গেলো ছয় বছরে সৌদি জোটের আগ্রাসনে প্রায় আড়াইলক্ষ মুসলিমের প্রাণহানি ঘটেছে। জাতিসংঘ কো-অর্ডিনেশন অব হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাফেয়ার্সের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।
প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত সৌদি জোটের উপর্যুপরি হামলা, খাদ্য ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা এবং চিকিৎসার অভাবে এই বিশাল সংখ্যক মানুষ নিহত হয়েছে।এ ব্যাপারে জাতিসংঘের হিউম্যানিটেরিয়ান এফেয়ার্সের পক্ষ হতে বলা হয়, এতগুলো মানুষের নিহতের ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক এবং অগ্রহণযোগ্য।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার হিসেব মতে, ইয়ামান যুদ্ধে মোট নিহতের সংখ্যা ৫৭ হাজার। তবে প্রকৃত সংখ্যা আড়াই লক্ষেরও বেশি বলে দাবি বিশ্লেষকদের।

wejv`j nvivgvBb

কারাগারে অমানবিক নির্যাতনে দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি হারালেন শাইখ সালমান আল আওদাহ

কারাগারে অমানবিক নির্যাতনে দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি হারালেন শাইখ সালমান আল আওদা। গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এই তথ্য নিশ্চিত করেন তার ছেলে আব্দুল্লাহ আল-আওদা।

বলেন, সৌদি সরকারের নির্দেশে পরিকল্পিতভাবে বাবাকে অন্ধ ও বধির করে দেওয়া হয়েছে। কারাগারে তিনি এখন খুবই অসুস্থ। বাবার মুক্তির ব্যাপারে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সহযোগিতা কামনা করছি।

২০১৭ সালে রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার মিথ্যে অভিযোগে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব মুসলিম স্কলার্সের সহকারী মহাসচিব শাইখ সালমান আল-আওদাকে বন্দী করা হয়। দীর্ঘ চার বছর কারাগারের কনডেম সেলে বন্দী আছেন প্রখ্যাত এই আলিম। পাশাপাশি তার পরিবারের সদস্যদের ওপর আরোপ করা হয়েছে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা।

প্রহসনমূলক বিচারপ্রক্রিয়ায় গেলো রমযানে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও সেরে রেখেছে আলে-সৌদ প্রশাসন।

....

dv‡Ý 76 gmwR` m‡›`n ZwjKvf ³, †h‡Kv‡bv mgq eÜ K‡i †`Iqv n‡Z cv‡i e‡j †NvlYv ¯ivóªgšx †Rivì `vigwb‡bi

কথিত ধর্মীয় চরমপন্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ফ্রান্স সরকার 'ব্যাপক ও নজিরবিহীন' পদক্ষেপ নিয়েছে বলে মন্তব্য ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড দারমানিনের। এরই অংশ হিসেবে ৭৬ মসজিদকে করা হয়েছে সন্দেহ তালিকাভুক্ত।

এক টুইটে দারমানিন লিখে, সামনের দিনগুলোতে এসব মসজিদের ব্যাপারে তদন্ত করা হবে। সন্দেহ প্রমাণিত হলে আমরা সেগুলো বন্ধ করে দিবো।

এদিকে গেলো কয়েক সপ্তাহে দেশটিতে আরও কিছু বরকতময় হামলার ঘটনা ঘটেছে। এসব হামলার জন্য ইসলামী উগ্রবাদকে দায়ী করছে ইমানুয়েল ম্যাখোঁর সরকার। ফরাসি কর্তৃপক্ষের দাবি, ইসলামি 'উগ্রবাদ' দমনে শক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

রাসুল স. কে নিয়ে কার্টুন প্রকাশের জেরে ফুঁসে উঠেছেন দেশটির মুসলিম কমিউনিটি। বিপরীতে বাকস্বাধীনতার দোহাই দিয়ে একের পর এক নবি অবমাননার রাষ্ট্রীয় বৈধতা দিচ্ছে ফরাসি সরকার।

ইতোমধ্যে মুসলিমদের পরিচালিত দুইটি সংগঠন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে 'উগ্রবাদ' সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রয়েছে বলে দাবি ফরাসি সরকারের।

ভারত

ভারতে লাভ জিহাদ আইনে গ্রেফতার ১১ মুসলিম

ভারতে কথিত লাভ জিহাদ আইনে মাত্র সপ্তাহের ব্যবধানে ১১ মুসলিম যুবককে গ্রেফতার করেছে হিন্দু প্রশাসন।

মুসলিমরা পরিকল্পিতভাবে হিন্দু নারীদের বিয়ে করে ধর্মান্তরিত করছে- এমন অভিযোগ উগ্র হিন্দুদের। বিয়ের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত করার এই প্রক্রিয়াকে 'লাভ জিহাদ' বলে অ্যাখ্যা দিচ্ছে তারা। ইতোমধ্যে কয়েকটি প্রদেশ এই মর্মে আইনও জারি করেছে। গেলো মাসে ভারতের প্রথম রাজ্য হিসেবে উত্তরপ্রদেশ এই আইনের অনুমোদন দেয়। আইনে 'লাভ জিহাদ' প্রমাণিত হলে রাখা হয়েছে ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধানও।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, চলমান কৃষক বিদ্রোহ ধামাচাপা দিতে 'লাভ জিহাদ' উষ্কে দিচ্ছে বিজেপি সরকার। মূল ব্যর্থতা আড়াল করতেই এহেন পদক্ষেপ। মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, কর্ণাটক এবং আসাম রাজ্য সরকারও ইতোমধ্যে এই আইনের সাথে সংহতি প্রকাশ করেছে। অচিরেই এইসব রাজ্যে লাভ জিহাদ আইন পাশ করা হবে বলেও জানায় রাজ্য সরকারগুলো।

কর্ণাটকে গরু যবাই বন্ধে আইন পাশ

এদিকে চরম হট্টগোলের মধ্য দিয়ে কর্ণাটক রাজ্যের বিধানসভায় পাশ হয় গরু জবাইবিরোধী আইনের প্রস্তাব। এদিন গবাদিপশু জবাইরোধ আইন-২০২০ প্রস্তাবে ভোট দেয় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সাংসদরা।বুধবার বিধানসভায় প্রস্তাবটি পাশ হয়েছে বলে ভারতের বার্তা সংস্থা পিটিআইকে নিশ্চিত করে কর্ণাটকের আইন ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী জেসি মধুস্বামী।

গরু-বাছুরের পাশাপাশি ১২ বছরের কম বয়সী মহিষ রক্ষার বিষয়েও উল্লেখ আছে প্রস্তাবে। গরু জবাইয়ে জড়িতদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনতে বিশেষ আদালত গঠনের প্রস্তাবও করা হয়েছে।

শঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে, এমন আইনের ফলে বাড়বে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ। প্রতিহিংসার শিকার হবে সংখ্যালঘু মুসলিমরা।

উইঘুর মুসলিমদের জোরপূর্বক শুকুরের মাংস খাওয়ানো হতো বলে অভিযোগ নারী বন্দীর, ৬৭৩ আলিমকে গ্রেফতার করে নির্যাতন

জিনজিয়াং প্রদেশে উইঘুর মুসলিমদের জোরপূর্বক শুকুরের মাংস খাওয়ানোর চেষ্টা করে চীনা সরকার- সম্প্রতি এই তথ্য দেন সেখান থেকে মুক্তি পাওয়া এক নারী বন্দী।কাতারভিত্তিক গণমাধ্যম আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয় এই তথ্য।বলা হয়, শিক্ষা এবং সংশোধনাগারের নামে বন্দীদের উপর চালানো হচ্ছে ভয়াবহ নির্যাতন।

পেশায় চিকিৎসক ও শিক্ষক সায়রাগুল সাউতবে নামের ওই নারী জানান, প্রতি শুক্রবার মুসলিমদের জোরপূর্বক শুকুরের মাংস খাওয়ানোর চেষ্টা করা হতো। অনিচ্ছা প্রকাশ করলেই করা হতো অমানবিক নির্যাতন।

দুইবছর আগে মুক্তি পেয়ে তিনি এখন সুইডেনে বসবাস করছেন। উইঘুর মুসলিমদের অবস্থা নিয়ে সম্প্রতি একটি বই প্রকাশ করেছেন। সেখানে উঠে আসে বেইজিংয়ের প্রতি যৌন নির্যাতনসহ জোরপূর্বক চীনা মতাদর্শের প্রতি আনুগত্যের দিকটি। এদিকে প্রায় ৬শ উইঘুর আলিমকে বন্দী করে নির্যাতন করছে চীনা কমিউনিস্ট সরকার। এমনকি আলিম শূন্যতায় স্থবির হয়ে পড়েছে মসজিদ ও মসজিদ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম। এছাড়াও উইঘুর মুসলিমদের দাস বানিয়ে পাঠানো হচ্ছে বিভিন্ন প্রদেশে। এক হিসেব অনুযায়ী, চলতি বছর এ পর্যন্ত তিন লাখেরও বেশি মুসলিমকে দাস হিসেবে উইঘুর হতে হান প্রদেশে পাঠানো হয়েছে।

সম্প্রতি হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এক প্রতিবেদনে উইঘুর মুসলিম নির্যাতনের ব্যাপারে আরো ভয়াবহ কিছু ডকুমেন্ট উঠে আসে। কোরআন পাঠ, নারীদের পর্দা এবং হজে যাওয়ায় আগ্রহ প্রকাশের কারণে গ্রেফতার করে নির্যাতন করা হয় উঘুর মুসলিমদের।

আল-জাজিরার খবরে বলা হয়, আকসু দপ্তরের ২ হাজারের বেশি বন্দীর ফাঁস হওয়া একটি তালিকা হাতে পেয়েছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। তালিকাটি যাচাই-বাছাই শেষে নির্যাতনের বিষয়ে নিশ্চিত হয় সংস্থাটি। এছাড়াও মুসলিমদের দমন-পীড়নে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছে চীন- এমনটাও জানানো হয় প্রতিবেদনে।

cwK¯vb

পাকিস্তানে টিটিপির হামলা জোরদার, ইস্তেশহাদি হামলায় সেনা কাফেলার সব সৈন্য নিহত

গেলো সপ্তাহে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান এর মুজাহিদিন বেলুচিস্তান ও বাজুর এজেন্সিতে পৃথক দুটি হামলা চালিয়েছেন।

এর মধ্যে বেলুচিস্তানের ঝোব জেলায় মুরতাদ এফসি বাহিনীকে টার্গেট করে চালানো অভিযানে ঘটনাস্থলেই ৫ সৈন্য নিহত হয়। টিটিপি মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ জানান, ক্রিকেট খেলায় অংশ নিতে মাঠে জড়ো হওয়া এফসি বাহিনীর ১৬ সদস্যকে টার্গেট করে এই হামলা চালানো হয়।

এর আগে টিটিপির টার্গেট কিলার মুজাহিদিন আখির জামান নামে এক পুলিশ অফিসারকে গুলি করে হত্যা করেন।

অপরদিকে বাজুর এজেন্সির মুমান্দ সীমান্তে মুরতাদ বাহিনীর একটি সেনা শিবিরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় মুজাহিদিন। পরিসংখ্যান এখনো জানা যায়নি।

সর্বশেষ বাজুর এজেন্সির নওগাই সীমান্তে মুরতাদ বাহিনীর সামরিক কাফেলায় অনুপ্রবেশ করে একটি ইস্তেশহাদি হামলা চালানো হয়। দীর্ঘদিন ধরে এই সেনা কাফেলার সাথে মুজাহিদদের সংঘর্ষ চলমান ছিল। সর্বশেষ এই হামলার মধ্য দিয়ে সংঘর্ষের ইতি ঘটলো। হামলায় কাফেলার প্রায় সব সৈন্য নিহত হয়।

সোমালিয়ায় আল-কায়েদার অর্ধশত হামলা, মন্ত্রীসহ নিহত ২২ মুরতাদ

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারকাতুশ শাবাব মুজিহিদিন সোমালিয়া জুড়ে অর্ধশতাধিক সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। এরমধ্যে ২৮টি অভিযান দখলদার ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে এবং বাকি ২৩ অভিযান পরিচালনা করা হয় সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে।

এসবের ৫ অভিযানেই ১ মন্ত্রীসহ শত্রুপক্ষের অন্তত ২২ সৈন্য নিহত হয়েছে। হামলায় ক্রুসেডার-মুরতাদ জোট বাহিনীর ৩টি সামরিকযান ধ্বংস হয়। এছাড়াও ১ বন্দীসহ বিপুল পরিমাণ গনিমত লাভ করেন মুজাহিদিন।

মুজাহিদদের পরিচালিত বাকি ৪৪ হামলায় শত্রুপক্ষের হতাহতের সঠিক পরিসংখ্যান এখনো জানা যায়নি। তবে হারকাতুশ শাবাবের পৃথক কয়েকটি বিবৃতির বরাতে জানা যায়, এই অভিযানগুলোতেও বিপুল সংখ্যক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

অপরদিকে সোমালিয়ার প্রতিবেশি দেশ কেনিয়ায়ও ক্রুসেডার বাহিনীকে টার্গেট করে ৪টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

মালিতে আইএসের গোপন আস্তানায় সার্চ অপারেশন, নিহত ৩২ আইএস সৈন্য

সম্প্রতি মালির ইন্দিলমান অঞ্চলে আইএস সন্ত্রাসীদের একটি গোপন আস্তানার সন্ধান মেলে। পরে সার্চ অপারেশনে আস্তানাটি গুড়িয়ে দেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। এ সময় সন্ত্রাসীদের সাথে তীব্র সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষে মুজাহিদদের হামলায় অন্ততপক্ষে ৩২ আইএস সদস্য নিহত হয়। বন্দী হয় আরো ১০।

আঞ্চলিক একাধিক গণমাধ্যমের বরাতে জানা যায়, চলতি বছর মালি, বুর্কিনা-ফাসো ও নাইজারে আইএসের বিভিন্ন আস্তানায় প্রায় দেড়শতাধিক অভিযান পরিচালনা করেছে আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন। বছরব্যাপী পরিচালিত এসব হামলায় নিহত হয় অন্ততপক্ষে ৬ শতাধিক আইএস সদস্য। এছাড়াও বন্দী হয় শতাধিক।

অপরদিকে দলটির অফিশল আয-যাল্লাকা মিডিয়া প্রকাশিত এক বার্তায় ক্রুসেডার ফ্রান্সের ৬টি সামরিক ঘাঁটিতে হামলার দায় স্বীকার করা হয়েছে। গেলো নভেম্বরে এসব হামলা পরিচালিত হয়। রাসূল ﷺ এর সম্মানে আঘাত হানার প্রতিশোধ নিতেই এসব হামলা- জানানো হয় বার্তায়।

এদিকে মালির উপজাতীয় এক নেতার শরয়ি বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপের ঘটনায় দুইটি গ্রুপের কাছে বার্তা পাঠিয়েছে জামাআত নুসরতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন। দাওয়াহর অংশ হিসেবে তাদেরকে মুজাহিদরা এহেন কাজ হতে বিরত থাকার নাসিহাহ করেন। ফের এমনটা হলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে সতর্কও করা হয় বার্তায়।

†Lvi vmvb

আফগানিস্তান জুড়ে তালেবান মুজাহিদিনের শতাধিক অভিযান, কুফফার-মুরতাদ জোট বাহিনীর চার শতাধিক সৈন্য নিহত

আল-ফাতাহ অফারেশনের ধারাবাহিতায় গেলো সপ্তাহে আফগানিস্তান জুড়ে শতাধিক অভিযান পরিচালনা করেছেন তালেবান মুজাহিদিন।

এরমধ্যে ৭২ অভিযানের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন আল-ফিরদাউস টিমের হাতে পৌঁছে।

এসব অভিযানে ক্রুসেডার-মুরতাদ জোট বাহিনীর অন্তত ৪ শ' সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত আরো ৩ শতাধিক। এছাড়াও অভিযানকালে ৪১ শত্রুসেনা বন্দী হয়।

এসব হামলায় কাবুল বাহিনীর ১৯টি ঘাঁটি ও ৫১টি চেকপোস্ট ধ্বংস হয়। এছাড়াও বিধ্বস্ত হয় শত্রুপক্ষের ৪২টি ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য সামরিকযান। ৩৭ ট্যাঙ্কসহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র গনিমত লাভ করেন মুজাহিদিন।

অপরদিকে তালেবানে যোগ দেওয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। গেলো সপ্তাহেও নতুনকরে কাবুল বাহিনী ছেড়ে ১৯৩ সেনা ও পুলিশ সদস্য ইসলামি ইমারতে যোগদান করেছেন। সদ্য যোগ দেওয়া এসব সৈন্যকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন মুজাহিদ আমিরগণ।